কোটচাঁদপুরে মৎস্যজীবীদের উপদেষ্টা বরাবর খোলা চিঠি

ইজারা পদ্ধতি বাতিল করে বাঁওড়সহ দেশব্যাপী সকল জলমহালে মৎস্যজীবী জেলেদের সমাজভিত্তিক সমবায় মালিকানা প্রতিষ্ঠার ৪ দফা দাবিতে বাংলাদেশ বাঁওড় মৎস্যজীবী আন্দোলন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যেগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার (২৭ মে) সকালে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর বলুহর বাসস্ট্যান্ডে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মৎস্যজীবী জেলে জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা শত শত নারী পুরুষ এই বিক্ষোভে অংশগ্রহন করে। মিছিলে অংশগ্রহনকারীরা দাবি-দাওয়াসহকারে ফেস্টুন হাতে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। উপজেলার বলুহর বাসস্ট্যান্ডে সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নির্মল হালদারের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব সুজন বিপ্লবের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, আন্দোলনের উপদেষ্টা বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফজলুর রহমান, ক্ষেতমজুর সমিতির ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি কাজী ফারুক, বাঁওড় আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক বাসুদেব বিশ্বাস, বাঁওড় আন্দোলন সংগঠক এসএম চন্দন প্রমুখ।

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের পরিচিত সভা

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের আয়োজনে ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর বাজারে পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শফিউল্লাহর সভাপতিত্বে পরিচিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী দলের আহব্বায়ক কামরুজ্জামান বাবলু, অনুষ্টানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন, দর্শনা থানা বিএনপির সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী দলের সদস্য ইকরামুল হক, দর্শনা থানা কৃষকদলের আহব্বায়ক আশরাফুল হক (বিল্লব), দর্শনা থানা সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আহব্বায়ক আশাবুল হক আনার।

দর্শনা থানা কৃষকদলের যুগ্ন-আহব্বায়ক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় এ পরিচিত সভায় উপস্থিত ছিলেন, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের নবগঠিত কমিটির সভাপতি আওলাদ হোসেনকে, সাধারন সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সহ-সভাপতি হামিদুর রহমান ওরফে হাসেম আলী, বাবুল হালসানা, জহিরুল ইসলাম খোকন, নুর বক্স, যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মামুন, শফিকুল ইসলাম শফি, হযরত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন আলম, যুগ্ন-সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী মদন হালদার, বাবলুর রহমান বাবু, প্রচার সম্পাদক ইব্রাহীম, দপ্তর সম্পাদক মামুন, ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক (কোষাধ্যক্ষ) বাবু মোল্লা, সদস্য আব্দুল মান্নান, রফিকুল ইসলাম, সিদ্দিক আলী, রবিউল ইসলাম ও ভবেশ হালদার।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়ন যুবদল, ছাত্রদল, কৃষকদল, মৎসীজীবী দল সহ বিএনপি বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নের্তৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ

বাঁওড়ের ইজারা বাতিল করে জেলেদের স্বার্থে জলমহাল নীতিমালা প্রণয়নসহ ৪ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ

করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ বাঁওড় মৎস্যজীবী আন্দোলনের ব্যানারে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের নেতা বাসুদেব বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নির্মল হালদার, সদস্য সচিব সুজন বিপ্লব, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সদস্য সচিব নিত্য হালদারসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, সরকারের বিভিন্ন খাতের ভর্তুকির চেয়েও একবারে তলানী পরিমাণ টাকার অংকে ইজারা থেকে রাজস্ব আদায়ের সাথে ১ কোটি জেলে জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান হারিয়ে না খেয়ে মরছে। জলমহাল থেকে উচ্ছেদের শিকার ভূমিপুত্র বাঁওড় মৎস্যজীবীরাও সারাদেশে লক্ষ লক্ষ পরিবর্তন-পরিজন পথে বসেছে। ঝিনাইদহ-যশোরের বৃহত্তম বলুহর, জয়দিয়া, কাঠগড়া, মর্জাত, ফতেপুর, বেড়গোবিন্দপুর বাঁওড়ে ইজারাপ্রথার কুফলে ভূমিহীন, গরিব ও বেকার ৩০ হাজার জেলে জনজীবনের বাঁচার আকুতি রাষ্ট্রকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। আগামী একমাসের মধ্যে আমাদের সমস্যার সমাধান করা না হলে দেশের সব বাঁওড় পাড়ের জেলে নারীপুরুষ, শিশু ও প্রবীণেরা দলবেঁধে আগামীতে রাজধানী ঢাকায় সরকারের প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা বরাবর ধর্না দিতে বাধ্য হবো বলে বলেন বক্তারা।

পরে তারা বাঁওড়গুলার ইজারা পদ্ধতি পুরোপুরি বাতিল করে বাঁওড়ে জেলেদের ন্যায়সঙ্গত মালিকানার স্বীকৃতি দেওয়াসহ ৪ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৩ টি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করেন।

বাওড় ফেরানোর দাবিতে

কোটচাঁদপুরে মৎস্যজীবীদের মানববন্ধন

ইজারার সাড়ে চার বছর থাকতেই বাওড় ফেরানোর দাবিতে কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন করেছেন ঝিনাইদহ-যশোর বাওড় মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

আজ রবিবার বেলা ১২ টার সময় বলুহর বাওড়ের সিংঙ্গিয়া অংশে এ মানববন্ধন করেন তারা। এদিকে বাওড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দখলের পায়তারা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী ইজারাদারেরা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে ৬ টি বাওড় আছে । যার মধ্যে রয়েছে বলুহর, জয়দিয়া, কাঠগড়া, ফতেপুর, মর্জাদ ও বেড়গোবিন্দপুর। এ সব বাওড়ের মধ্যে কোটচাঁদপুর উপজেলায় বড় দুইটি বাওড়ের একটি বলুহর ও অন্যটি জয়দিয়া বাওড়। বাওড়গুলো দীর্ঘদিন সরকারি ভাবে চাষ করে আসছিল বাওড় পাড়ের মৎস্যজীবিরা। তবে প্রতি বছর এ সব বাওড়ে সরকারের লোকসান হত।

এ কারনে ২০২২ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় বাঁওড়গুলোকে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে নিয়ে দরপত্রের মাধ্যমে ইজারার ব্যবস্থা করেন। সে সময় মৎস্যজীবীরা একের পর এক আন্দোলন করেন ইজারা বাতিল করে বাওড় ফেরানোর দাবিতে। ওই আন্দোলনে কোন লাভ হয় না তাদের। পরে ওই বাওড়গুলো স্থানীয় ভূমি অফিস ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্মকর্তা ইজারা প্রাপ্তদের বাওড়গুলো বুঝিয়ে দেন। সে থেকে তারা বাওড়ে চাষ করে আসছেন।

গেল ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর থেকে তারা আবারও আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। এরই অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ – যশোর মৎস্যজীবি আন্দোলনের ব্যানারে আজ রবিবার কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড়ের সিংঙ্গিয়া অংশে মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, জয়দিয়া বাওড়ের সভাপতি নিত্য হালদার,বলুহর বাওড়ের সাধারন সম্পাদক নির্মল হালদার।

তিনি বলেন,গেল এক বছর আমরা বাওড় হারিয়েছি। সে থেকে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে আদালতে মামলাও চলমান। তবে বিগত সরকারের আমলে তারা গায়ের জোরে বাওড় দখল নিয়ে মাছ ছাড়া ও

আহরন করে আসছেন।

তিনি বলেন, গেল ৫ তারিখে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। এখন বৈষম্য বিরোধী সরকার। এ কারনে এ সরকারের কাছে আমরা আমাদের দাবির কথা জানাব। এর অংশ হিসেবে আজ এ মানববন্ধন করা।

বিষয়টি নিয়ে বলুহর বাওড়ের ইজারাদার শীতল মন্ডল বলেন,অন্যের প্ররোচনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বাওড় দখলের পায়তারা চালাচ্ছেন তারা।

তিনি বলেন, গেল ২০২৩ সালের প্রথম দিকে স্থানীয় ভূমি অফিস ও সহকারী কমিশন (ভূমি) কর্মকর্তা বাওড় আমাদের বুঝিয়ে দেন। সে থেকে আমরা বাওড় মাছ ছাড়ছি ও আহরন করে আসছি।

শীতল মন্ডল বলেন,বাওড়ের ইজারার মেয়াদ এখনও সাড়ে চার বছর বাকি রয়েছে। এরমধ্যে তারা আবারও এ ধরনের কর্মকান্ড লিপ্ত হচ্ছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি।

জয়দিয়া বাওড়ের ষষ্ঠী হালদার বলেন,তারা এর আগে অনেক কিছুই করেছেন। কোন লাভ হয়নি। এখন আবার নতুন করে পায়তারা চালাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন, মানববন্ধন করার বিষয়টি আমার জানা নাই। তবে এখন সবাই স্বাধীন আন্দোলন করতেই পারেন।

তিনি বলেন,যেহুতু বাওড় ইজারাদারদের দখলে রয়েছে, সেহেতু ওনারা বিষয়টি নিয়ে জেলায় কথা বলতে পারেন।